শত সেতু : অপার সম্ভাবনা

শত সেতুর
শুভ উদ্বোধন

প্রধান অতিথিঃ

শেখ হাসিনা এমপি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ কার্তিক ১৪২৯ / ৭ নভেম্বর ২০২২

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

শত সেতু: অপার সম্ভাবনা

শত সেতুর শুভ উদ্বোধন: সম্ভাবনার উন্মোচন

প্রকৃতির অকৃপণ উপহারে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এক বৈচিত্র্যময় নৈসর্গিক সৌন্দর্যের আধার। পদ্মা- মেঘনা-যমুনাসহ সহস্র জলধারা বিধৌত বিস্তৃত উর্বর সমতলভূমি, বনভূমি এবং ঝর্ণাধারাসমৃদ্ধ পার্বত্য অঞ্চল একদিকে যেমন আমাদের দিয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য, অন্যদিকে দেশের সড়ক প্রকৌশলীদের সামনে ছুড়ে দিয়েছে নিরবচ্ছিন্ন সড়ক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার এক দুর্জয় চ্যালেঞ্জ। বন্যা কবলিত পাললিক ভূমিতে উঁচু সড়ক-বাঁধ নির্মাণ, অসংখ্য নদী, জলাশয় আর গভীর পাহাড়ি খাদে সেতু নির্মাণের আবশ্যকতা চিরকাল সড়কপথের উন্নয়নে প্রতিবন্ধক ছিল। উপরন্তু শত বছরের উপনিবেশিক শাসনকালে এই বঙ্গের সড়কপথ উন্নয়নে নেওয়া হয়নি কোন সমন্বিত উদ্যোগ।

জাতির মুক্তির জন্য বাংলার শোষিত জনগণের ঐতিহাসিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আবির্ভাব হয় ইতিহাসের মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। দুঃখী জনগণের দরদী বন্ধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে লাখো শহিদের রক্তে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা।

দীর্ঘ নয় মাস বন্দী জীবন শেষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা শুরু হয় জাতির পিতা কর্তৃক প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে। ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণের অগ্রযাত্রায় বঙ্গবন্ধু প্রথমেই দেশের উক্ত সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার দিকে গুরুত্ব দেন। তাঁর নেতৃত্বেই ১৯৭৪ সালের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত সকল সেতু পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে বিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল করা সম্ভব হয়। ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক-সেতু মেরামতের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রায় ৪৯০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ করেন। বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে আমিন বাজার সেতু, নয়ারহাট সেতু এবং তরা সেতুর নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি আধুনিক সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সুদূরপ্রসারী পথ দেখিয়েছিলেন জাতির পিতা। সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে বঙ্গবন্ধু যখন 'সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে; ফলে বাংলার আকাশে দেখা দেয় দুর্যোগের কালো মেঘ।

এ অন্ধকার মেঘ ভেদ করে বাংলার মানুষ পায় নতুন আশার আলো, যিনি আমাদেরই আশার বাতিঘর, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য তনয়া, আধুনিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়ক, উন্নয়নের মানসকন্যা, জননেত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী "শেখ হাসিনা"। তাঁর ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রথমবারের মত ভিশন ২০২১, ভিশন ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর মত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২০-২০৪১ এর আলোকে ২০২০-২০২৫ মেয়াদে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে, যার মাধ্যমে অনগ্রসর ও দুর্গম অঞ্চলের প্রান্তিক জনসাধারণকে অর্থনীতির মূলধারায় সংযুক্ত করার লক্ষ্যে এসডিজি স্লোগান "কেউ থাকবে না পিছিয়ে" মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সারা বাংলাদেশের সরু এবং অস্থায়ী ইস্পাত/বেইলি সেতু ক্রমান্বয়ে অপসারণ করে ঐ সকল স্থানে স্থায়ী কংক্রিট সেতু নির্মাণ করে যাচ্ছে। এর ফলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) আওতায় অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে সড়ক যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করা ছিল সরকারের প্রধান লক্ষ্য। '৭৫ পরবর্তী সরকারসমূহের আমলে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি হয়নি। ১৯৯৬ হতে ২০০১ এবং ২০০৯ হতে এ পর্যন্ত বর্তমান সরকারের দূরদর্শী পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ এর কারণে বর্তমানে বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগ এক্সপ্রেসওয়ে যুগে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও টেকসই সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সারা বাংলাদেশে এক্সপ্রেসওয়ে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আইটিএস ও অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক সমন্বিত উদ্যোগে ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের এ যুগেই বাংলাদেশের মহাসড়কগুলো Smart Highway হিসেবে নির্মিত হবে।

এরই ধারাবাহিকতায় অনগ্রসর জনপদের গণমানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং প্রতিবন্ধকতাহীন সড়ক নেটওয়ার্ক স্থাপনের অভিলক্ষ্য অর্জনে সমগ্র দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'শত সেতু'র উদ্বোধনের মাধ্যমে সৃজিত হবে দেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এক অভাবনীয় ইতিহাস। এ একশটি সেতু বাংলাদেশের ৭টি বিভাগে ২৫টি জেলায় অবস্থিত যার সর্বমোট দৈর্ঘ্য ৫,৪৯৪ মিটার। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৭টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৪৬টি, ময়মনসিংহ বিভাগে ৬টি, সিলেট বিভাগে ১৭টি, বরিশাল বিভাগে ১৪টি, রাজশাহী বিভাগে ৭টি এবং রংপুর বিভাগে ৩টি সেতু নির্মিত হয়েছে। এ ১০০ (একশত) সেতুর মধ্যে সর্ববৃহৎ ৭০২ মিটার দীর্ঘ রানীগঞ্জ সেতুটি সুনামগঞ্জ জেলার রানীগঞ্জে নির্মিত হয়েছে। যার ফলে সুনামগঞ্জ ও ঢাকার মধ্যে দূরত্ব ৩৮ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে। এ ছাড়াও চট্টগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ বরকল সেতু এবং কালারপোল সেতু ঐ অঞ্চলে সড়ক যোগাযোগকে করেছে অপার সম্ভাবনাময়। প্রায় ৯১০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ১১৮টি সেতু নির্মাণাধীন আছে যা ২০২৩-২৪ এর মধ্যে শেষ হবে এবং পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ১১৫টি স্টীল ব্রীজ পুনঃনির্মাণে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

এ সেতুসমূহের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রকৌশলীবৃন্দের ডিজাইন ইউনিট সবগুলো সেতুর ডিজাইন প্রণয়ন করেছে। সেতুসমূহের ডিজাইন প্রণয়নে ও নির্মাণকালে ব-দ্বীপ পরিকল্পনার মূলনীতি অনুসরণে নদী বা খালের প্রবাহকে স্বাভাবিক রাখা, পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বিবেচনা করা হয়েছে। এ ১০০টি সেতু সম্পূর্ণভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে। তাই আজ ১০০টি সেতুর উদ্বোধন আমাদের আর্থিক ও প্রকৌশলগত সক্ষমতার জ্যোতির্ময় স্মারক।

নবনির্মিত ১০০টি সেতুর মাঝে ৮১টি বিদ্যমান অস্থায়ী ইস্পাত সেতু ও ১৪টি বিদ্যমান সরু কংক্রিট সেতু প্রতিস্থাপন করে নির্মাণ করা হয়েছে। একই সাথে সম্পূর্ণ নতুন অ্যালাইনমেন্টে ৩টি ও মিসিং লিংক দূরীকরণে ২টি সেতু নির্মিত হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনায় এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের দক্ষ প্রকৌশলীদের জ্ঞান, মেধা, অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবনী শক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগে দেশব্যাপী নির্মিত ১০০টি সেতু বর্তমান সরকারের অন্যতম সাফল্য। এর ফলে সারাদেশের উপ-আঞ্চলিক সড়ক যোগাযোগ হয়ে উঠবে আরও শক্তিশালী। যাত্রী ও পণ্য পরিবহন দ্রুত, সহজতর ও নিরাপদ হয়ে উঠবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে যাবে দুর্গম এলাকার জনগণের দ্বারপ্রান্তে। খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টির ফলে সামষ্টিক অর্থনীতি হবে গতিময়, জনজীবন হবে আরও সুখী ও সমৃদ্ধ। পাহাড়ি, হাওর ও অন্যান্য বিচ্ছিন্ন জনপদের মানুষের কৃষ্টি-সংস্কৃতি আপন জ্যোতিতে নিত্য ভাস্বর হয়ে আলোকিত করবে সমগ্র বাংলাদেশকে।

শত সেতু: অপার সম্ভাবনা

নং	সেতুর নাম	দৈর্ঘ্য (মিটার)	ব্যয় (কোটি টাকা)
চট্টগ্রাম বিভাগ			
খাগড়াছড়ি জেলা			
খাগড়াছড়ি-দিঘীনালা-বাঘাইহাট-সাজেক মহাসড়ক (জেড-১৬০৩)			
১	কৃষিগবেষণা সেতু	১৬.৫৯	৩.৭৬
খাগড়াছড়ি-পানছড়ি মহাসড়ক (জেড-১৬০৪)			
২	কলাবাগান সেতু	১৯.৬৪	২.৩৫
৩	কুকিছড়া সেতু	৩৭.৯২	৪.৫৫
৪	কুরাদিয়াছড়া সেতু	৩৭.৯২	৪.৫৫
৫	গাছবান সেতু	৩৭.৯২	৪.৫৫
৬	ছোটনালা সেতু	২৫.৭৪	৩.০৮
৭	পাকুজ্যেছড়ি সেতু	২২.৬৮	২.৭৫
৮	পেরাছড়া সেতু	৩৭.৯২	৪.৫৫
৯	ভাইবোনছড়া সেতু	১৯.৬৪	২.৩৬
১০	লতিবানছড়া সেতু	৩৭.৯২	৪.৫৫
জালিয়াপাড়া-সিন্দুকছড়ি-মহালছড়ি মহাসড়ক (জেড-১৬০২)			
১১	ধুমনীঘাট সেতু	২৮.৭৮	৩.৪৫
১২	পঙ্খিমূড়া সেতু	৩৭.৯২	৪.৫৫
১৩	যৌথখামার সেতু	২৮.৭৮	৩.৪৫
১৪	সিন্দুকছড়ি সেতু	৩৭.৯২	৪.৫৫
দিঘীনালা-বাবুছড়া-লোগাং-পানছড়ি মহাসড়ক (জেড-১৬১০)			
১৫	পাবলাখালী সেতু	৪৪.০২	৪.৫৫
১৬	লোগাং সেতু	১৪৩.০৫	১১.৭১
১৭	দেওয়ানছড়া সেতু	৩৭.৯২	৪.৪১
১৮	বাঘাইছড়ি সেতু	৪৪.০২	৪.৫৫
১৯	বাবুরোপাড়া সেতু	৪০.৯৭	৪.৪৪
২০	বুজ্যানাল সেতু	২৫.৭৪	৩.৫৭
২১	মগমারাছড়া সেতু	২৫.৭৪	৪.০৯
২২	হাতিমারাছড়া সেতু	১৬.৫৯	৩.৪১
দিঘীনালা-বাবুছড়া-লোগাং-পানছড়ি মহাসড়ক (জেড-১৬১০)			
২৩	জারুলছড়ি সেতু	৩৪.৮৮	৪.২৬
২৪	পুজগাং বাজার সেতু	৭৯.০৫	৭.৩২
২৫	বড়পেড়া সেতু	২৮.৭৮	৩.৬৮
২৬	লোগাং বাজার সেতু	২৫.৭৪	৪.২৩
বাঘাইহাট-মারিশ্যা মহাসড়ক (জেড-১৬০৬)			
২৭	পতেঙ্গাছড়া সেতু	৩৭.৯২	৫.১৫
মাটিরাঙ্গা-তানাক্কাপাড়া মহাসড়ক (জেড-১৬০৮)			
২৮	গোমতী সেতু	৫০.১২	৬.০০
২৯	তবলছড়ি সেতু	১৬.৫৯	১.৯৯
৩০	তাইন্দং সেতু	১৬.৫৯	১.৯৯
মানিকছড়ি-লক্ষীছড়ি মহাসড়ক (জেড-১৬০১)			
৩১	জুর্গাছড়ি সেতু	৪৪.০২	৪.৬২
৩২	ধুরুং খাল সেতু	১০০.৩৭	৯.২৭
৩৩	মঘাইছড়ি সেতু	২৫.৭৪	৩.৬৬
৩৪	হাতিছড়া সেতু	৩৭.৯২	৪.৫৫
মানিকছড়ি-লক্ষীছড়ি মহাসড়ক (জেড-১৬০১)			
৩৫	দুল্যাতলী সেতু	২২.৬৮	২.৭২

নং	সেতুর নাম	দৈর্ঘ্য (মিটার)	ব্যয় (কোটি টাকা)
রাঙ্গামাটি (মানিকছড়ি)-মহালছড়ি-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক (আর-১৬২)			
৩৬	চংড়াছড়ি সেতু	৩১.৮৩	৩.৮২
৩৭	ঠাকুরছড়া সেতু	৩৭.৯২	৪.৫৫
৩৮	মুসলিমপাড়া সেতু	৩১.৮৩	৩.৮২
হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙ্গা-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক (আর-১৬০)			
৩৯	খাগড়াপুর সেতু	৩৭.৯২	৪.৫৫
হেঁয়াকো-রামগড়-জালিয়াপাড়া মহাসড়ক (আর-১৫২)			
৪০	নাকাপা সেতু	৩৭.০২	৪.৫৫
৪১	পাতাছড়া সেতু	৩১.৮২	৩.৮২
৪২	সোনাইপুল সেতু	৪৪.০২	৫.২৮
চট্টগ্রাম জেলা			
গাছবাড়ীয়া-চন্দনাইশ-বরকল-আনোয়ারা (জেড-১০৪০)			
৪৩	বরকল সেতু	১১৭.৩১	২৪.০০
মইজ্জারটেক-বোয়ালখালী-কানুনগোপাড়া-উদরবন্যা (জেড-১০৬৫)			
৪৪	কালারপোল সেতু	১৮০.৩৭	২৪.৭৩
বান্দরবান জেলা			
বার আউলিয়া-টংকাবতী জেলা মহাসড়ক (জেড-১০১৩)			
৪৫	জামছড়ি সেতু	৩১.৮৩	৫.৯১
নোয়াখালী জেলা			
বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ী-রামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-১৪২)			
৪৬	কালারপুল সেতু	৬০.৭৫	১১.০১
সিলেট বিভাগ			
সুনামগঞ্জ জেলা			
গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারাবাজার মহাসড়ক (জেড-২৮০২)			
৪৭	রহমতবাগ সেতু	৬৪.৭৯	১৬.৫৩
৪৮	টেংগারগাঁও সেতু	৩৭.৯২	৭.৪০
৪৯	তকিপুর সেতু	৪০.৯৭	৭.৩৭
৫০	নৈনগাঁও সেতু	৩১.৮৩	৬.২১
৫১	পেপারমিল সেতু	৬৩.৭৯	১৬.৫৩
৫২	মাধবপুর সেতু	৩৪.৮৮	৬.২৭
৫৩	লক্ষীবাউর সেতু	৩৪.৮৮	৬.৮০
৫৪	হাসনাবাদ সেতু	৪০.৯৭	৭.৩৭
৫৫	ঘরগাঁও সেতু	৫৭.৬৯	১০.৩৭
পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়ক (আর-২৪১)			
৫৬	কুশিলা সেতু	৫০.১২	১১.২৫
৫৭	কোন্দানালা সেতু	৫০.১২	১৩.০৫
৫৮	আক্তাপাড়া সেতু	৬৯.৮৯	১৮.২০
৫৯	কাটাখাল সেতু	৭৯.০৩	১৭.৭৪
৬০	দাঁড়াখাই সেতু	৯৪.২৭	২৪.৫৫
৬১	নাদামপুর সেতু	৬৯.৮৯	১৫.৬৯
৬২	কলকলিয়া সেতু	৬৩.৭৯	১৪.৩৩
৬৩	রানীগঞ্জ কুশিয়ারা সেতু	৭০২.৩২	৯১.০৭

শত সেতু: অপার সম্ভাবনা

শত সেতুর শুভ উদ্বোধন: সম্ভাবনার উন্মোচন

উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ

শত সেতু: অপার সম্ভাবনা

শত সেতু: অপার সম্ভাবনা

নং	সেতুর নাম	দৈর্ঘ্য (মিটার)	ব্যয় (কোটি টাকা)
বরিশাল বিভাগ			
ঝালকাঠি জেলা			
রাজাপুর-কাঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা মহাসড়ক (জেড-৮৭০৮)			
৬৪	কচুয়া সেতু	৫৪.৬৫	১১.১০
৬৫	কাঠালিয়া সেতু	৭৯.০৩	১৩.৩৮
৬৬	তালগাছিয়া সেতু	৮৫.১৫	১৪.২০
৬৭	সাতানী সেতু	৩১.৮৩	৬.২৫
পটুয়াখালী জেলা			
বরিশাল (বৈরাগীরপুল)-টুমচর-বাউফল মহাসড়ক (জেড-৮৯১০)			
৬৮	চন্দ্রপাড়া সেতু	২৫.৭৪	৩.৮০
লেবুখালী-বাউফল-গলাচিপা-আমড়াগাছিয়া মহাসড়ক (জেড-৮৮০৬)			
৬৯	দশমিনা কলেজ সেতু	২৫.৭৪	৪.১৭
পিরোজপুর জেলা			
বরিশাল-কড়াপুর-নবগ্রাম-স্বরূপকাঠী মহাসড়ক (জেড-৮০৩৭)			
৭০	কাটাপোল সেতু	৩১.৮২	৬.৩৬
৭১	মাহমুদকাঠী সেতু	২৫.৭৪	৫.১৫
৭২	সংগিতকাঠীসেতু	২৫.৭৪	৫.১৫
রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর (জেড-৮৭০২) জেলা মহাসড়ক			
৭৩	শিয়ালকাঠী সেতু	২৬.৭৫	৪.০৪
বরিশাল জেলা			
বরিশাল (বৈরাগীরপুল)-টুমচর-বাউফল মহাসড়ক (জেড-৮৯১০)			
৭৪	চন্দ্রমোহন সেতু	২৬.৭৫	৪.১৩
বরিশাল(দিনারেরপুল)-লক্ষ্মীপাশা-দুমকী মহাসড়ক (জেড-৮০৪৪)			
৭৫	কলাতলা সেতু	৪৪.০২	৬.৩২
৭৬	তালুকদারহাট সেতু	৩৭.৯২	৬.৯৭
৭৭	সুন্দরকাঠী সেতু	৩৭.৯২	৫.৬১
ময়মনসিংহ বিভাগ			
ময়মনসিংহ জেলা			
ভালুকা-সখিপুর মহাসড়ক (জেড-৩০৩০)			
৭৮	মল্লিকবাড়ী সেতু	৯৭.৩৪	১৯.২৬
নেত্রকোণা জেলা			
সীমান্ত মহাসড়ক (নেত্রকোণা অংশ) (জেড-২৮৩৪)			
৭৯	চুংগিরপুল সেতু	৫০.৮৮	৬.০৫
৮০	কাটাপাহাড় সেতু	৫০.৮৮	৬.০৮
৮১	লক্ষীপুর সেতু	৪৪.০২	৬.৮১
শেরপুর জেলা			
জামালপুর-শেরপুর-বনগাঁও মহাসড়ক			
৮২	পোড়াদহ সেতু	১২৫.৫০	১৮.৭৫
৮৩	শিমুলতলী সেতু	১২৫.৫০	২০.৯২
রাজশাহী বিভাগ			
নওগাঁ জেলা			
মান্দা-বাঘমারা-আত্রাই মহাসড়ক (জেড-৬৮৫৬)			
৮৪	আহসানগঞ্জ সেতু	৩১.৮৩	৬.০১
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা			
কানসাট-গোমস্তাপুর-রহনপুর (বাংগাবাড়ী) (জেড-৬৮০২)			
৮৫	ত্রিমোহনী সেতু	৪২	৫.৪৮

নং	সেতুর নাম	দৈর্ঘ্য (মিটার)	ব্যয় (কোটি টাকা)
নাটোর জেলা			
নওগাঁ-আত্রাই-নাটোর মহাসড়ক (আর-৫৪৮)			
৮৬	বাজে হালতী সেতু	২২.৬৮	৪.৮১
পাবনা জেলা			
ঢাকা-পাটুরিয়া-কাশিনাথপুর-রংপুর-বাংলাবান্ধা (এন-৫) জাতীয় মহাসড়ক			
৮৭	মহিষাখোলা সেতু	২২.৬৮	৪.৫৮
রাজশাহী জেলা			
পুঠিয়া-বাগমারা (জেড-৬০০৪) মহাসড়ক			
৮৮	ভবানীগঞ্জ সেতু	৫৭.৭১	৭.৬২
বগুড়া জেলা			
ধুনট-বালিয়াদিঘী-পোড়াদহ-পীরগাছা-মোকামতলা মহাসড়ক (জেড-৫০৭২)			
৮৯	হোসেনপুর সেতু	২২.৬৮	৪.৪১
সিরাজগঞ্জ-কাজীপুর-ধুনট-শেরপুর মহাসড়ক (জেড-৫৪০১)			
৯০	বোয়ালকান্দি সেতু	৪৭.০০	৯.৩৩
রংপুর বিভাগ			
কুড়িগ্রাম জেলা			
কুড়িগ্রাম-ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫১২)			
৯১	রায়গঞ্জ সেতু	৯৪.২৯	১৪.৫৩
গাইবান্ধা জেলা			
জয়পুরহাট-রাজাবিরাট-গোবিন্দগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (জেড-৫৮৫৫)			
৯২	সরাই সেতু	২৫.১১	৪.০২
দিনাজপুর জেলা			
বীরগঞ্জ-কাহারোল মহাসড়ক (জেড-৫০০৭)			
৯৩	কাহারোল সেতু	১১২.৫৬	১৫.০০
ঢাকা বিভাগ			
মানিকগঞ্জ জেলা			
আরিচা-ঘিওর-দৌলতপুর-টাঙ্গাইল আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৫০৬)			
৯৪	ঘিওর সেতু	১০৩.৪৩	৪৩.৪৭
ঢাকা-পাটুরিয়া-কাশিনাথপুর-রংপুর-বাংলাবান্ধা (এন-৫) জাতীয় মহাসড়ক			
৯৫	গাজীখালী সেতু-২	৮৫.১৫	১৩.৩৮
মাদারীপুর জেলা			
ভাঙ্গাব্রীজ-বোতলা-আইসার-ধামুসা-পিরেরবাড়ী মহাসড়ক (জেড-৮০৩৬)			
৯৬	সেনেরবাড়ী পিসি গার্ডার সেতু	৩১.১৯	৪.২৬
রাজবাড়ী জেলা			
রাজবাড়ী-বালিয়াকান্দি-জামালপুর-মধুখালী মহাসড়ক (জেড-৭১০২)			
৯৭	গাইজার গাড়া সেতু	৬৬.৮৩	৯.৬২
৯৮	হরাই সেতু	৫৭.৭১	৮.৩১
৯৯	হুলাইল সেতু	৩১.৮৩	৪.৫৮
শরীয়তপুর জেলা			
বুড়িরহাট-গোসাইরহাট মহাসড়ক (জেড-৮৬০১)			
১০০	বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আব্দুর রাজ্জাক সেতু	৩১.০০	৫.৭৫

শত সেতু: অপার সম্ভাবনা

উল্লেখযোগ্য সেতুসমূহ

ঘিওর সেতু, মানিকগঞ্জ জেলা, দৈর্ঘ্য : ১০৩.৪৩ মিটার

শিমুলতলী সেতু, শেরপুর জেলা, দৈর্ঘ্য : ১২৫.৫০ মিটার

পোড়াদহ সেতু, শেরপুর জেলা, দৈর্ঘ্য : ১২৫.৫০ মিটার

লোগাং সেতু, খাগড়াছড়ি জেলা, দৈর্ঘ্য : ১৪৩.০৫ মিটার

শত সেতু: অপার সম্ভাবনা

উল্লেখযোগ্য সেতুসমূহ

রানীগঞ্জ কুশিয়ারা সেতু, সুনামগঞ্জ জেলা, দৈর্ঘ্য : ৭০২.৩২ মিটার

কাহারোল সেতু, দিনাজপুর জেলা, দৈর্ঘ্য : ১১২.৫৬ মিটার

কালারপোল সেতু, চট্টগ্রাম জেলা, দৈর্ঘ্য : ১৮০.৩৭ মিটার

বরকল সেতু, চট্টগ্রাম জেলা, দৈর্ঘ্য : ১১৭.৩১ মিটার